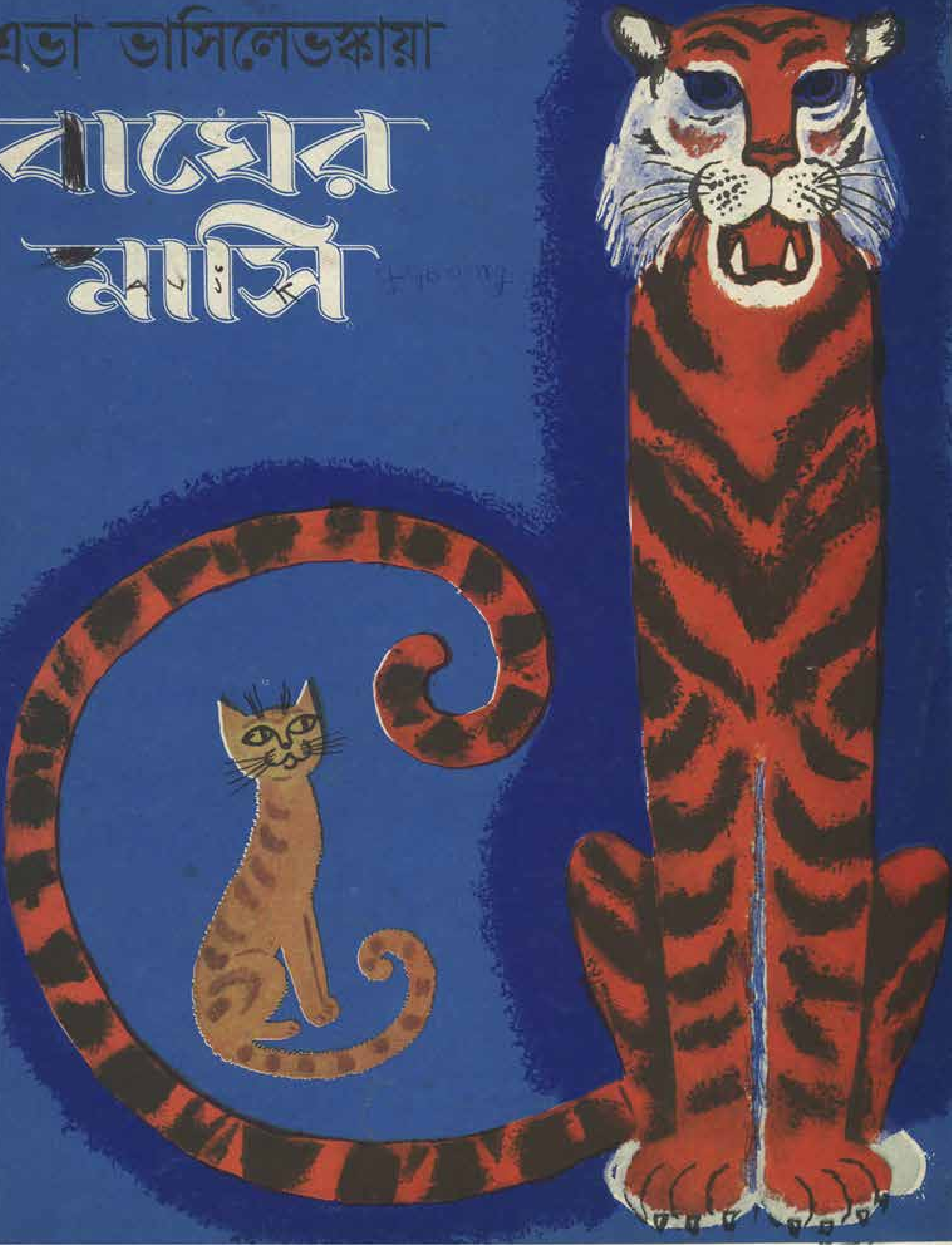
এভা ভাসিলেভস্কায়া

বাঘের মাসি



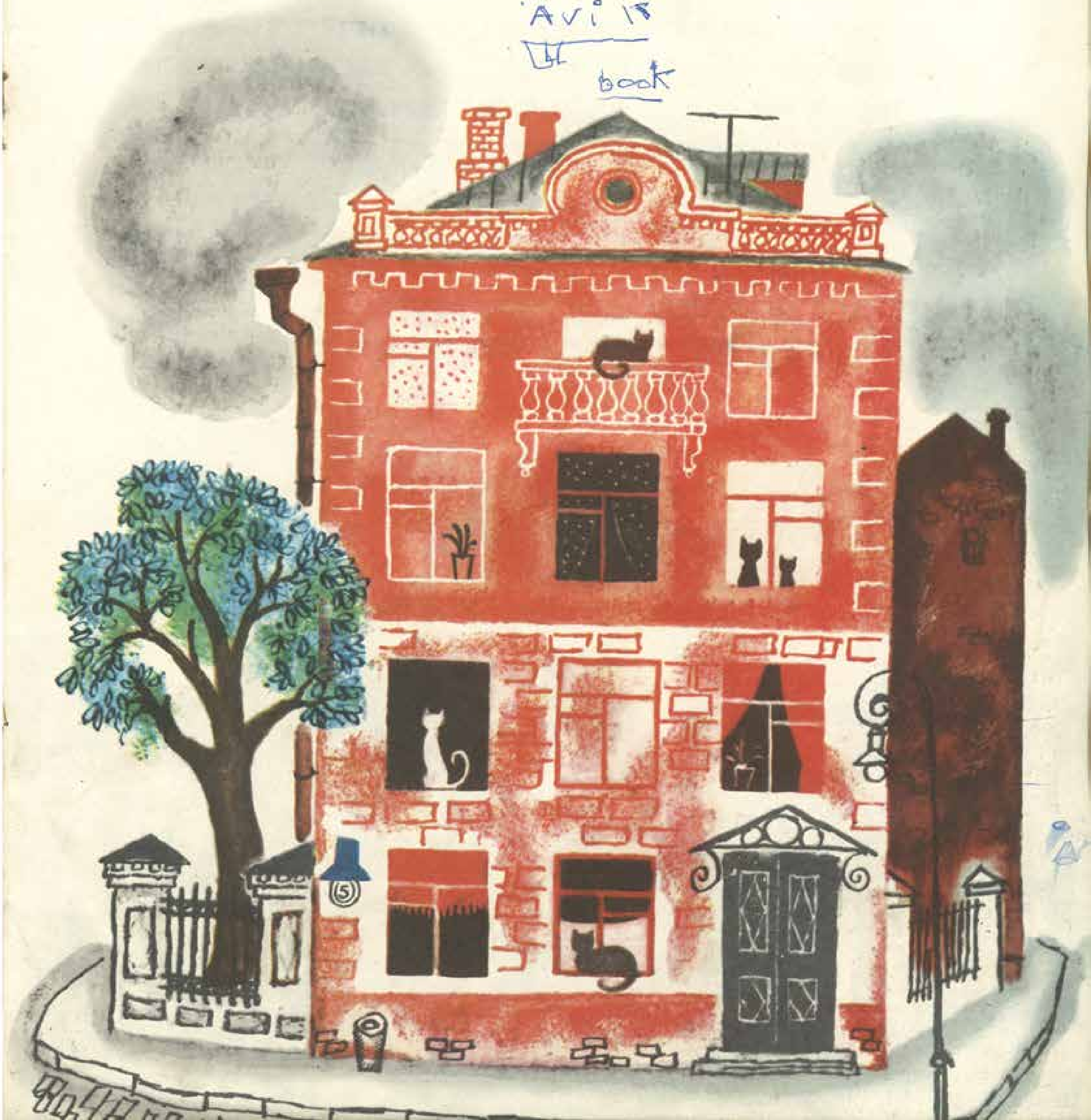


বাঘের মাসি



ডোরাকাটা বেড়াল একদিন দেখতে পেলে বাঘের ছবি। 'আরে, এ যে আমার মতোই দেখতে!' ভারি অবাক হল সে, 'ওর কান খাড়া খাড়া, আমারও। ওর মোচ খোঁচা খোঁচা, আমারও। ওর গায়ে ডোরা, আমারও!' ছবিটা এদিক ঘুরিয়ে, ওদিক ঘুরিয়ে দেখলে বেড়াল, তারপর ভেবে ভেবে ঠিক করলে, 'তা আমি যদি আসল বাঘ নাও হই, তাহলেও অন্তত বাঘের মাসি!'

সেই থেকে কী তার গুমর। আর হবে না-ই বা কেন! বাড়িটায় বেড়াল তো কম ছিল না: একতলায় ছেয়ে রঙের বেড়াল, দোতলায় শাদা, তেতলায় কালো বাচ্চা সমেত কালো বেড়াল, চারতলায় পাটকিলে—সবই নেহাৎ মামুলী, কেউ নয় ওর মতো ডোরাকাটা—বাঘের মাসি!



একবার সন্ধেবেলায় বেড়ালেরা সবাই জুটল চালের ওপর, হেন তেন আলাপ জুড়ল, যার যেমন রুচি। শাদা বেড়াল বললে কিছু দিন আগে কী সুন্দর দুধ সে খেয়েছে। তাকে থামিয়ে দিলে ডোরাকাটা। শিকারী পার্টাকিলেটার ইচ্ছে হয়েছিল তার কীর্তি-কাহিনী কিছু শোনায়। বাধা দিলে ডোরাকাটা। কাউকেই সে কিছু বলতে দিচ্ছিল না, বার বার কেবল আওড়াচ্ছিল, 'বাঘ আমার বোনপো!.. বাঘ আমার বোনপো!.. আমরা খাই শুধু ননী! শিকার করি কেবল বড়ো বড়ো জন্তু। আমরা...'

কিন্তু এই সময় কালো যে বেড়ালছানা তার মায়ের সঙ্গে থাকত বাড়ির তিন তলায়, সে আর থাকতে পারল না, ডোরাকাটার সে ভয়ে থরোথরো হলেও জিগ্যেস করে বলল:

'কিন্তু কেমন সে, তোমার বোনপো বাঘ?'

'ওহ!..' গম্ভীর চালে জবাব দিলে ডোরাকাটা, 'আমার বোনপো বাঘ জানোয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রকাণ্ড, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে তুখোড়!'

কালো বেড়ালছানা তখন সাহস করে আরো একটা প্রশ্ন করল:



'কিন্তু কোথায় সে থাকে? আলাপ করা যায় না?'

'কেন যাবে না? যাবে নিশ্চয়, তবে...' তোতলাতে লাগল ডোরাকাটা।

আসলে নিজেই সে জানত না বাঘ থাকে কোথায়। বাঘকে সে দেখেছে কেবল তো ছবিতে।

কালো বেড়ালছানা কিন্তু জ্বালিয়ে মারে:

'কিন্তু কোথায় থাকে সে, তোমার বোনপো বাঘ?'

ডোরাকাটাকে খুবই বিপদে পড়তে হত যদি তাকে না বাঁচাত পাটকিলে। সত্যিকারের শিকারী সে, আশেপাশের রাস্তাঘাট, গলিঘুঁজি সবই তার জানা।

'আমি জানি!' চে'চিয়ে উঠল সে, 'বাঘ থাকে চিড়িয়াখানায়। ছোটো বড়ো হরেক রকমের জানোয়ার সেখানে অঢেল। আর চড়ুই কত। অনেক দিন থেকে ভাবছিলাম ওখানে যাব শিকার করতে।'

'হ্যাঁ, আমার বোনপো বাঘ থাকে চিড়িয়াখানায়,' বলে উঠল ডোরাকাটা। 'সেই কথাই তো আমি বলতে যাচ্ছিলাম, শুধু সবাই কেবলি বাধা দিচ্ছিল আমায়।'





'চলো, চিড়িয়াখানায় যাওয়া যাক!' প্রস্তাব দিলে পাটকিলে বেড়াল, 'বোনপো বাঘকেও দেখা হবে, আমিও কিছু শিকার করে নেব।'

পরের দিন ভোর হতেই রওনা দিলে বেড়ালেরা। ছুটে গেল তিনটে চালের ওপর দিয়ে, ফেলে এল দুটো বাড়ি, বেড়ার ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়ল চিড়িয়াখানায়।

ডোরাকাটাকে পাটকিলে বললে, 'এবার তুই চল আগে আগে। নিজেই তুই খুঁজে বার কর বোনপোকে, কেমন সে দেখতে সে তুই-ই ভালো জানিস।'

'জানব না আবার!' ডোরাকাটা বললে, 'সে হল জানোয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রকান্ড, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে তুখোড়! চল যাই!'

বেড়ালেরা গেল বাঘ খুঁজতে। সামনে চলেছে বাঘের মাসি, তার পেছনে বাচ্চা নিয়ে কালো বেড়াল, তার পেছনে ছেয়ে, ছেয়ের পর শাদা আর পাটকিলেটা থেকে থেকেই পিছিয়ে পড়ছে সবার কাছ থেকে, তাড়া করছে চড়ুই পাখিগুলোকে।

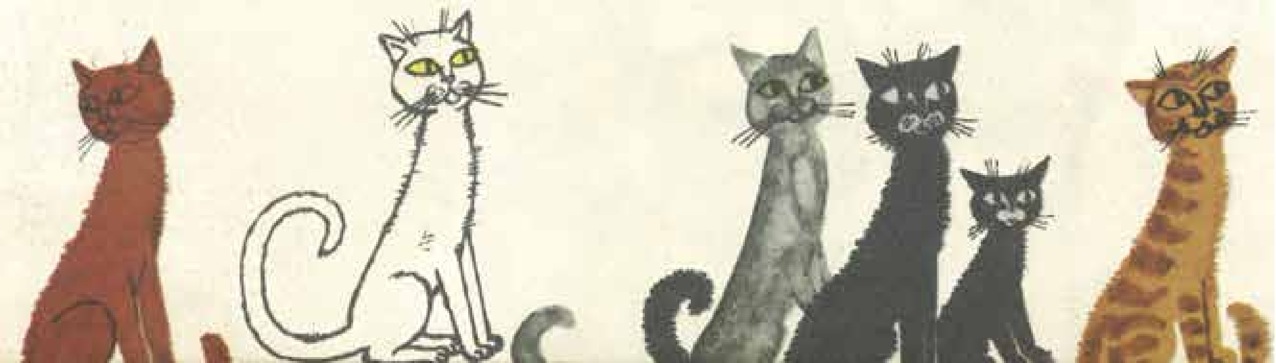


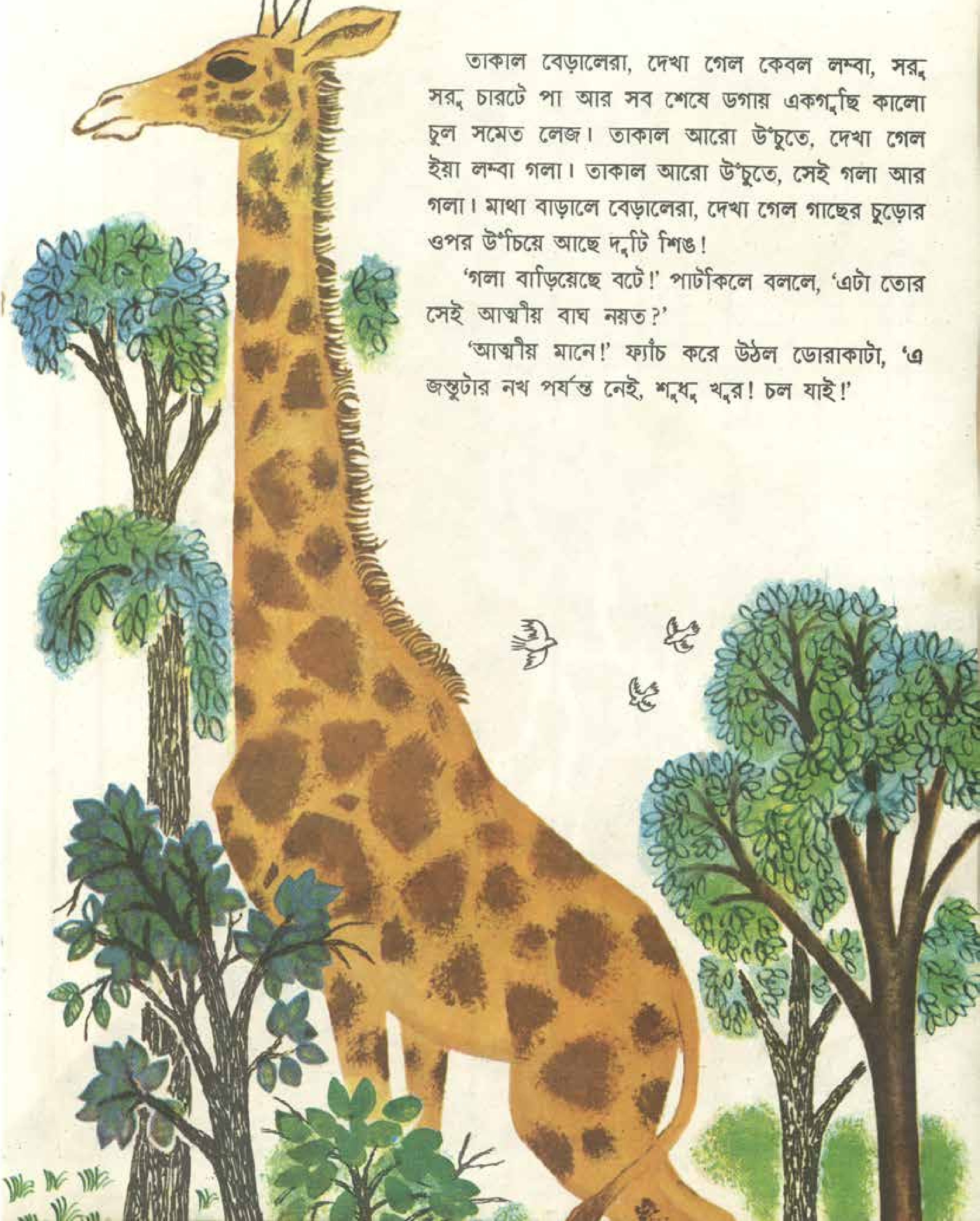
'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে উঠল কালো বেড়ালছানা, 'ঐ দ্যাখো, কী একটা উঠে আসছে জল থেকে? উঃ! কী মোটা! আর পেটটা প্রায় মাটি ছোঁয়-ছোঁয়! এটাই বোধহয় তোমার বোনপো বাঘ?'



'এই মুটকো গতরটা?' রাগ হল ডোরাকাটার, 'কী বলছিস তুই! দেখছিস না ওর চামড়া সমান আর আমরা বাঘেরা হলাম আগাগোড়া ডোরাকাটা! চল এগোই!'

আরো এগুল বেড়ালেরা। হঠাৎ থেমে গেল পাটকিলে বেড়াল। বললে, 'দ্যাখো তো, গাছের পেছনে কী একটা জানোয়ার দেখা যাচ্ছে যেন।'

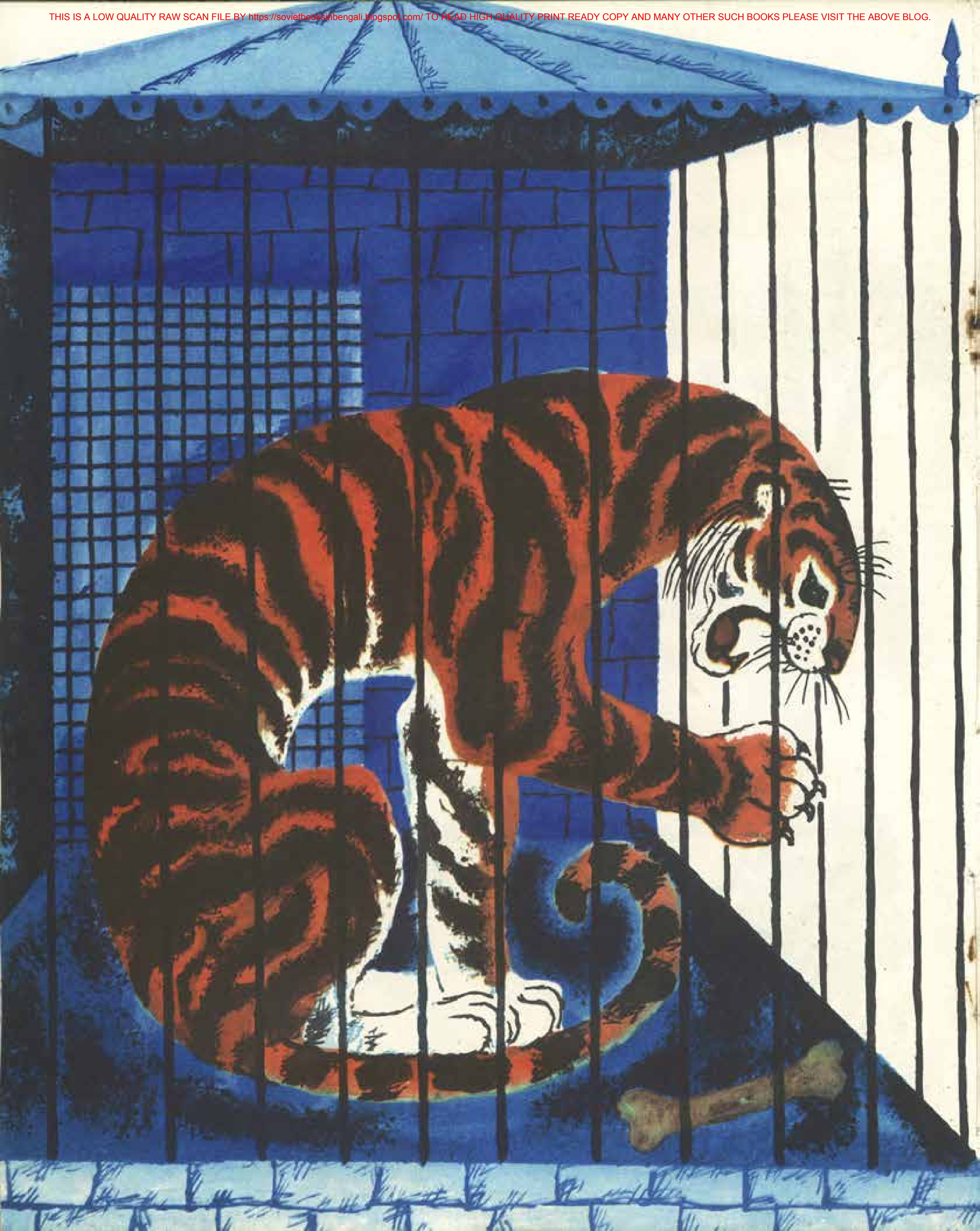


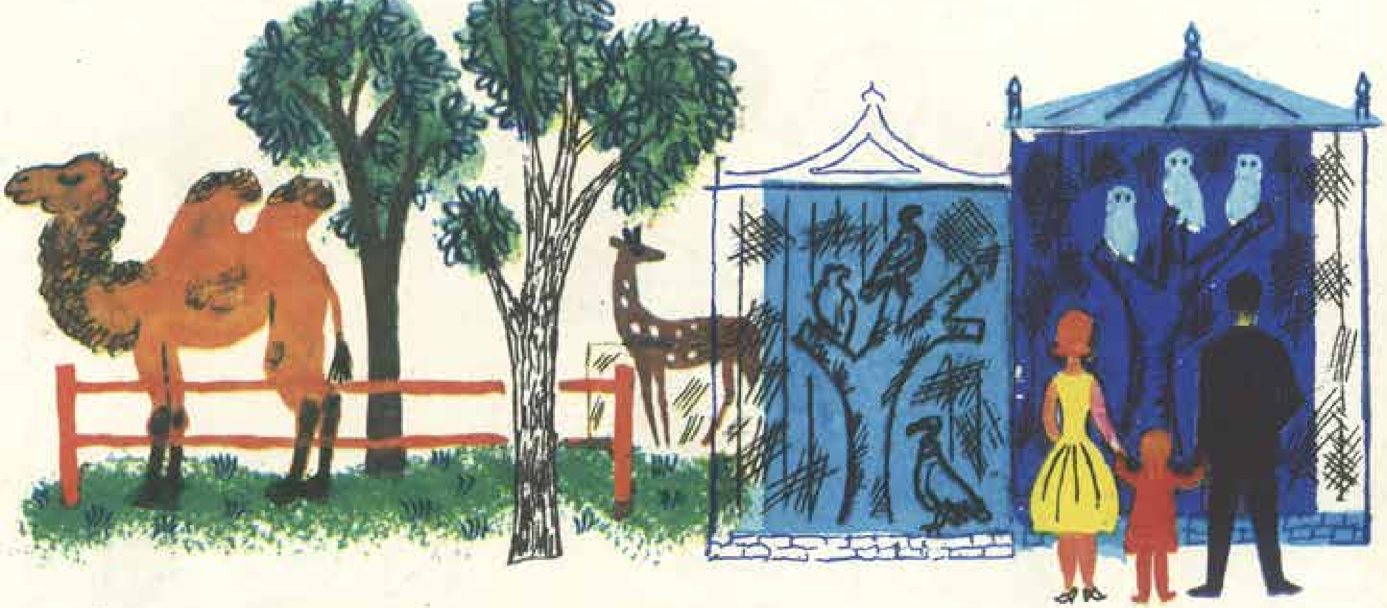


তাকাল বেড়ালেরা, দেখা গেল কেবল লম্বা, সরু, সরু চারটে পা আর সব শেষে ডগায় একগুছি কালো চুল সমেত লেজ। তাকাল আরো উঁচুতে, দেখা গেল ইয়া লম্বা গলা। তাকাল আরো উঁচুতে, সেই গলা আর গলা। মাথা বাড়ালে বেড়ালেরা, দেখা গেল গাছের চুড়োর ওপর উঁচিয়ে আছে দুটি শিঙ!

'গলা বাড়িয়েছে বটে!' পার্টাকিলে বললে, 'এটা তোর সেই আত্মীয় বাঘ নয়ত?'

'আত্মীয় মানে!' ফ্যাঁচ করে উঠল ডোরাকাটা, 'এ জন্তুটার নখ পর্যন্ত নেই, শুধু খুর! চল যাই!'





আরো এগ্‌ল বেড়ালেরা, ডাইনে ফিরল, বাঁয়ে ঘ্‌রল, দেখে সামনে খাঁচায় এক জানোয়ার! খাড়া খাড়া কান, খোঁচা খোঁচা মোচ, সারা শরীর ডোরাকাটা।

'এই হল তো আমার বোনপো বাঘ!' চেঁচিয়ে উঠল ডোরাকাটা বেড়াল, 'তোরা একটু দ্‌রে সরে বসে অপেক্ষা কর। আমি ওর সঙ্গে দ্‌টো কথা বলে আসি, তারপর হয়ত তোদেরও আলাপ করিয়ে দেব।'

দ্‌রে বসে অপেক্ষা করতে লাগল বেড়ালেরা। ডোরাকাটা সোজা গেল খাঁচার দিকে। যায় কিন্তু কেমন কেমন লাগে যেন। বোনপোর চেহারাটা মনে হল বড়োই প্রকাণ্ড আর ভয়ংকর। আরো কাছিয়ে গেল সে, ভয়ে হাঁটু খ্‌লে আসে। বোনপো ওদিকে তার হল্‌দ চোখে দেখতে থাকে মাসিকে।

'কেমন আছ গো,' কোনোক্রমে বললে বেড়াল, 'আমি...' ভয়ে আর কিছ্‌ই বেরয় না ম্‌খ দিয়ে।

বাঘের ওদিকে মেঝেতে কী যে লেজের ঝাপট, কী তার হাঁ, শ্‌ধ্‌ ঝলকাল কশের প্রকাণ্ড দাঁত, আর হঠাৎ কী যেন গমগম করে উঠল, গ্‌র্‌গ্‌র্‌ করে উঠল, যেন গড়িয়ে যাচ্ছে ফাঁপা পিপে, যেন বাজ ডাকছে, যেন...

লাফিয়ে উঠল বেড়ালেরা, তারপর দে ছ্‌ট, দে ছ্‌ট! শাদা বেড়াল, ছেয়ে বেড়াল, বাচ্চা সমেত কালো বেড়াল, পাটকিলে বেড়াল, সবাই। আর সবার চেয়ে আগে ছ্‌টল বাঘের মাসি। বাঘ তাকে কী বলল, ভয়ে সেটা পর্যন্ত তার কানে যায় নি। অথচ বাঘ তাকে বলেছিল শ্‌ধ্‌:

'প্রর্‌র্‌র্‌র্‌-ণাম!'





গণনপটু শশকছানা

শশকমায়ের একপাল ছানা: বড়ো ছানা, মেজ ছানা, সেজ ছানা, ন' ছানা, ছোটো ছানা, আর সবচেয়ে কোলেরটি।

ছানারা যেমন হয় সবাই তারা তাই। দৌড়য়, ডিগবাজি খায়, খেলে, মারামারিও বাদ যায় না। শুধু কোলেরটি এসব কিছুই করত না। সে গোণে। বসে থাকত একেবারে গর্তের কাছটিতে, বেশি দূরে যেতে সাহস পেত না সে, কেননা ভীতু ছিল একটুখানি আর গুণে যেত।

যেমন হয়ত কাছ দিয়ে চলেছে একটা কেন্নো, কোথায় যেন যাবার তার জরুরি তাড়া, সবকটি পা চালাচ্ছে। কোলেরটি ওদিকে গুণতে লেগে গেছে: 'একটা পা, দুটো পা, তিনটে পা...' আর 'চা' বলতে না বলতেই কেন্নো উধাও।

'যাক গে,' ছানা ভাবলে, 'ওটা চলে বড়ো তাড়াতাড়ি। আমি বরং অন্যকিছু গুণব!'

পায়ের ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়াল সে, চারিদিকে দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। খানিক দূরে গর্তে পাখির বাসা। বাসায় ঘাস, খড়, নরম পালকের ওপর ডিম।

'এই ভালো!' খুশি হয়ে উঠল ছানা, 'এবার নিশ্চিন্তে গোণা যাবে—ডিম তো আর পালায় না কোথাও।'

আয়েস করে বসে সে শুরু করল: 'একটা ডিম, দুটো ডিম, তিনটে ডিম, চা...' এই সময় বাতাসে কী একটা শিস শোনা গেল আর ভরত পাখি তাড়াতাড়ি





করে ডানা নেড়ে নেমে এল বাসায়, নিজের শরীরটা দিয়ে ঢেকে ফেললে সব ডিম।

'কী করছিস তুই?' চিৎকার করলে ভরত পাখি, 'কেন তুই উঁকি দিচ্ছিস আমার ডিমে?'

'না... আমি এই... মানে আমি চাইছিলাম...' তোতলাতে তোতলাতে ফিসফিস করলে ছানা। ও তো ভীতু ছিল একটু।

'এখানে তোর করার কিছু নেই। যা, খেল গে যা,' কড়া গলায় ধমক দিলে পাখি, ঠোঁট দিয়ে ডিম সরিয়ে আনল নিজের গায়ের নিচে।

মাথা হেঁট করে চলে গেল ছানা: দেখা যাচ্ছে ওর গুণবার কিছুই নেই। চোখে পড়ল মাটিতে, একেবারে লাঙলের দাগটার ওপর গমের বীজ পড়ে আছে। অনেক। বোঝা যায় যখন বপন করা হচ্ছিল, বস্তা থেকে গম পড়ে গিয়েছিল।





'দিব্যি হল, এখানে কেউ আমায় বাধা দেবে না,' খুশি হয়ে উঠল ছানা, গুণতে শুরু করলে তাড়াতাড়ি। তবে মাত্র চার পর্যন্ত গুণেছে, এমন সময় হঠাৎ মাথার ওপরে কী যেন ফরফর, ঝটপট, কিচিরমিচির করে উঠল, আর আকাশ থেকে একেবারে তার ওপরেই নেমে এল চড়ুইয়ের ঝাঁক! মুহূর্তে তারা বীজগুলো সাফ করে দিয়ে উড়ে গেল ফুরুৎ করে।

ভারি দুঃখ হল ছানার, এত দুঃখ যে কেঁদেই ফেললে। বাড়ি গিয়ে গর্তে নিজের জায়গাটিতে শুয়ে ফোঁপাতে লাগল।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল সব শশকছানারা: বড়ো ছানা, মেজ ছানা, সেজ ছানা, ন' ছানা, ছোটো ছানা। তখন তারা খেল, জিরল, তারপর ফের লাগাল হুটোপুটি। ওদের ইচ্ছে হয়েছিল কোলেরটির সঙ্গে খেলবে—কেউ তার কান মলে দেয়, কেউ ঠ্যাং টানে, কেউ-বা আবার সুড়সুড়ি দেয়। ও কিন্তু মুখ হাঁড়ি করে, চায় না খেলতে।

'ওর এখন ঘুমোবার সময় হয়েছে,' এই বলে মা তার হাতের কাজ সরিয়ে রেখে ছানাকে কোলে নিয়ে ঘুমপাড়ানি গান ধরল।

মায়ের কোলে শুয়ে আছে, বেশ আরাম, গরম, আপনা থেকেই মুদে আসে চোখ। গর্তের ফুটো দিয়ে দেখা যায় একটুকরো আকাশ, নীলে নীল, তারায় ছাওয়া।

‘এবার আর কেউ ব্যাঘাত ঘটাবে না,’ ভাবলে কোলের ছানাটি, ‘গুণব একেবারে শেষ তারাটি পর্যন্ত!’

শুরু করল, ‘একটা তারা, দুটো তারা, তিনটে তারা, চা...’

‘স্‌স্‌স্‌!’ শশকমা বললে ছানাদের, ‘আস্তে! আমাদের সবচেয়ে ছোটোটি ঘুমিয়েছে।’





ছবি এ'কেছেন ভাদিম বাইকিন
অনুবাদ: ননী ভৌমিক
শিশুদের জন্য

Е. Бусаловская
ТИГРОВ ПЛЕМЯННИК
На языке бенгали

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

Б 70801—591 / 014(01)—81 0.0.   4803010102